দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৯।৭।৮২
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

024

প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্যই বাধ্যতামূলক হতে হবেঃ শাহ আজিজ

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সকল মন্ত্রণালয়ের প্রতি সংসদ সদস্যদের নেয়া উন্নয়ন তৎপরতায় তাঁদের সাহায্য করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশ গ্রহণ ব্যতীত কোন উন্নয়ন কর্মসূচীই সফল হতে পারে না।

বাসস জানায় যে প্রধানমন্ত্রী বুধবার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন।

জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (গণসাক্ষরতা), মহকুমা অফিসার ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা সভায় যোগদান করেন।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেন ও মওলানা আবদুল মান্নান, শিক্ষা সচিব কাজী ফজলুর রহমান এবং গণ ও প্রাথমিক শিক্ষা মহাপরিচালক জনাব আবদুর রাজ্জাকও সভায় ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষা একটি শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা। একে অবশ্যই বাধ্যতামূলক ও পক্ষপাতহীন হতে হবে।

তিনি বলেন যে সরকার দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সংসদে আইন পাস করেছেন। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এ আইনের (প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৮১) লক্ষ্য।

শাহ আজিজ

(১ম পৃঃ পর)

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে চলতি অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের শতকরা ৫০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষার দিকে নজর দেয়ার জন্য একটি নয়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা পরিদফতর খোলা হয়েছে। আগে ডিপিআই এর তত্ত্বাবধান করতেন।

গণশিক্ষা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে দেশের ৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে গণশিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করা হবে এবং এখানে নিরক্ষর লোকেরা ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করবে।

তিনি বলেন যে গণশিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি খাল খনন ও অন্যান্য কর্মসূচীর তুলনায় অনেক কম হয়েছে। এর কারণ জনগণ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাল খননের তৎক্ষণিক উপকার পাচ্ছে।

তিনি বলেন যে ৪০ লাখ লোককে ইতিমধ্যেই ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং ১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।